el-1, msL¨v -2

mgqKvj: A‡±vei-wW‡m¤i 2010

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

সাময়িকী

wWwRUvj evsjv‡`k I LvMovQwo cveZ¨ ‡Rjv cwil‡`i c¯wZ

তরুন কান্তি ঘোষ*

বাংলাদেশ আগামী ২০২১ সালে সুবর্ণজয়ন্তী পালন করবে। ২০২০ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষা দূর হবে। বাংলাদেশ এমন একটি ডিজিটাল দেশ হবে যেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ ব্যাবহার করে ২০২১ সালে একটি সম্মৃদ্ধ, আধুনিক ও কল্যান রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্টিত হবে।

wWwRUvj evsjv‡`k wK?

ডিজিটাল বাংলাদেশ মানে শুধু সর্বত্র কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যাবহার নয়। পাশাপাশি যেসকল প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই জনগণের কাছে স্থান করে নিয়েছে- যেমন মোবাইল ফোন, রেডিও , টেলিভিশন ইত্যাদি প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যাবহার নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচনসহ সকল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রযুক্তির লাগসই উন্নয়নের এক আধুনিক দর্শণ হচ্ছে এই দর্শণের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ । প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যাবহারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ণ নিশ্চিত করা, সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা, সর্বোপরি সরকারের সেবাকে জনগণের দোরগড়ায় নিয়ে যাওয়া। সেখানে ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের মধ্যে কোন প্রযুক্তি বিবেধ থাকবেনা। ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশনে চারটি মূল উপাদানকে অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে-মানবসম্পদ উন্নয়ন, জনগণের সংযুক্তি, জনগণের সেবা এবং ব্যাবসা-বানিজ্যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাবহার।

RbMY wKfv‡e DcKZ n‡e?

ডিজিটাল বাংলাদেশে সকল তথ্যে ও তথ্য প্রযুক্তিতে জনগণের প্রবেশিধিকার থাকবে। সকল ক্ষেত্রে প্রশাসনযন্ত্র ই-গভর্নেন্স এর আওয়াতায় চলে আসবে ফলে সকল সরকারি প্রতিষ্টানে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং কাজের গতি বাড়বে। বর্তমানে ভুমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভূমি রেকর্ড ডিজিটালাইজ করা হচ্ছে। বাংলাদেশের বেশীর ভাগ মামলা মোকদ্দমার মূল কারণ জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ। দুর্নীতির সুযোগও এখানে বেশী। ডিজিটালাইজড হলে কেউ আর জালিয়াতি করতে পারবেনা এবং দুর্নীতি কমে যাবে। ই-প্রযুক্তি ব্যাবহারের মাধ্যমে আমদনি ও রপ্তানি কার্যক্রম চালানো যাবে। ফলে অর্থনৈতিক গতিশীলতা বাড়বে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, জনগণের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন হবে।সকল সরকারি প্রতিষ্টানে ই-টেন্ডার পদ্ধতি চালু হবে, ফলে টেন্ডারবাজি চিরতরে বিলুপ্ত হবে। সকল মন্ত্রণালয় ও সরকারি - বেসরকারী প্রতিষ্টানের ওয়েবসাইট থাকবে,সেখান থেকে জনগণ তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারবে। তথ্য প্রাপ্তি সহজ করার জন্য তথ্য অধিকার আইন রয়েছে। এর ফলে প্রতিটি অফিস আদালত জনগণের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য দিতে বাধ্য থাকবে।

তথ্য প্রযুক্তির একটি অন্যতম প্রযুক্তি মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোন ব্যাবহার করে কৃষি, স্বাস্থ্য ও পরিসেবা এবং বিভিন্ন সরকারি সেবা কার্যক্রম পরিচালনা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনায় রয়েছে। মোবাইল ফোনে ট্রেনের আসনবিন্যাস জানা যাবে এবং টিকেট ক্রয়করা যাবে।বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্টানের ভর্তি ও পরীক্ষা সংক্রান্ত খবরাখবর পাওয়া যাবে। চাকুরী প্রার্থীগণ কর্মসংস্থানের খবর ঘরে বসে জানতে পারবে। এর ফলে জনগণের সুবিধা অনুযায়ী বিভিন্ন সেবাসমূহ স্বল্প খরচে, দ্রুততার সঙ্গে এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় পৌছে যাবে। চলমান ২য় পৃষ্টা....

বিগত কয়েকদশকে পৃথিবী শিল্পভিত্তিক সমাজব্যাবস্থা থেকে

Dc‡`óv cwil`

cavb Dc‡`óv :

জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা

Dc‡`óv gÛjxi m`m¨:

জনাব বীর কিশোর চাকমা

জনাব চাইথোঅং মারমা

জনাব শাহাবুদ্দিন মিয়া

ভিতরের পাতায় যা আছে:

সম্পাদকীয়	২
শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রম	৩
সংস্কৃতি ও ক্রীড়া	৪
খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের কথা	৫
অবকাঠামো উন্নয়ন	৬
কৃষি,সভা ও সেমিনার	৭
উপজেলা প্রোফাইল ও সফল উদাহরণ	৮

m¤úv`bv cwil`

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি- তরুন কান্তি ঘোষ

সম্পাদক- মো: আব্দুর রহমান তরফদার

নির্বাহী সম্পাদক : জীবন রোয়াজা ও শ্রাবন্তী রায়

সহসম্পাদক ও গ্রাফিক্স ডিজাইন- অবিরত চাকমা

সহযোগিতায়: মো: সাইফুল্লাহ(সাইফুল)

Z_¨ chw³B †nvK AvMvgxw`‡bi AMwaKvi

জ্ঞানভিত্তিক সমাজব্যাবস্থার দিকে পরিবর্তিত হচ্ছে। একটা জাতির সক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন জ্ঞানের যথাযথ ব্যাবহার, সহজ প্রবেশিধিকার, জ্ঞানের সংরক্ষণ ও নতুনত্ব সৃষ্টির প্রক্রিয়া, তথ্য বিনিময় এবং তথ্য প্রযুক্তির সেবা দ্রুত তৃণমূল পর্যায়ে পৌছে দেয়া। বাংলাদেশ পরিবর্তিত পৃথিবীরই একটি অংশ। তাই বর্তমান সরকার জাতীয় উন্নয়নের কৌশল নির্ধারণ করেছে" ডিজিটাল বাংলাদেশ"। যাহা সময়ের প্রয়েজনে অত্যান্ত যুক্তিযুক্ত। তবে কৌশল হওয়া উচিত গণমূখী, জনউন্নোয়নমূখী ও গ্রহণযোগ্য,যাতে জনগণ সহজে ও কার্যকরভাবে ব্যাবহার করতে পারে। তাই ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণাটা হওয়া উচিত জ্ঞানভিত্তিক সমাজব্যাবস্থার উপর ভিত্তি করে।তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিই হতে পারে সে ধরণের সমাজব্যাবস্থা গড়ে তোলার একটি অন্যতম মাধ্যম।

বিগত বছরগুলোতে ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিং অভ্যুত্থানের ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ এবং তথ্য আদান প্রদান সহজ হয়েছে। ফলশ্রুতিতে আমরা পেয়েছি ই-ব্যাবসা, ই-বাণিজ্য এবং ই-শাসনব্যবস্থা, যা সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বিকশিত হচ্ছে।

ইতিমধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একযোগে সারাদেশে প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য সেবা কেন্দ্র উদ্বোধন করেছেন। এ উদ্যোগ নি:সন্দেহে প্রশংসণীয় এবং সরকারী সেবাকে জনগণের দৌড়গড়ায় পৌছে দেয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। আমরা আশা করি সরকারের এ উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে এবং সরকারী সকল প্রতিষ্ঠান ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জনে এগিয়ে আসবে।

wWwRUvj evsjv‡`k I LvMovQwo cveZ¨ ‡Rjv cwil‡`i c¯wZ

(c_g cvZvi ci)

আমদের করণীয় কি?

আমাদের সবার আগে প্রয়োজন নেতিবাচক মানসিকতার পরিবর্তণ, ইতিবাচক চিন্তার বিকাশ ও উদ্ভাবণী ক্ষমতার প্রয়োগ। আমরা এখনো শতভাগ শিক্ষিত হতে পারিনি। কিন্তু ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জনে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে কাজে লাগাতে হবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিকসহ সকল স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্টানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা, যার ফলে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক স্তরে তথ্য প্রযুক্তির সাথে সখ্যতা গড়ে উঠবে। সেবা প্রদানকারী সকল সরকারী/বেসরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য তথ্য প্রযুক্তি দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা অতীব জরুরী। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্টা করা যাতে জনগণ জীবন ও জীবিকা ভিত্তিক সেবা পেতে পারে। পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তি ব্যাবহারে উৎসাহিত করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারনা চালানো।

ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জনে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কতটুকু প্রস্তুত?

সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জনে বদ্ধপরিকর। নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করেছে-জেলা পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে একটি আইটিসি ল্যাব যেখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করছে। তাছাড়া অচিরেই শিক্ষিক বেকার যুবদের প্রশিক্ষণের ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে। তৈরী করা হয়েছে নিজস্ব ওয়েবসাইট । প্রতিটি উপজেলা পরিষদকে বিতরণ করা হয়েছে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সামগ্রী, মিডিয়া কর্মীদের জন্য বিতরণ করা হয়েছে ল্যাপটপ কম্পিউটার যাতে

দ্রুত সংবাদ আদান প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ৫০টি স্বেচচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্টানের জন্য বিতরণ করা হযেছে কম্পিউটার। পরিষদের পরিকল্পনায় আছে সকল শিক্ষা প্রতিষ্টাণে ও ইউনিয়ন পরিষদে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্টার মাধ্যমে সরকারী ও পরিষদের সেবাকে জনগণের দোরগড়ায় নিয়ে যাওয়া। এজন্য প্রয়োজন সরকারী ও বেসরকারী পৃষ্টপোষকতা ও সহায়তা। সকলের আন্তরিক সহযোগিতা পেলে জেলা পরিষদ ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জনে খাগড়াছড়ি পাবর্ত্য জেলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

উৎস: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ।

gše¨ cwZ‡e`b: LvMovQwo cveZ¨ †Rjv cwil‡`i ¯v¯¨ Kvhµg

ডা: এ কে এম আলী আশরাফ, সিভিল সার্জন, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

ইউএনডিপি সিইচটিডিএফ এর অর্থায়নে পরিচালিত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কার্যক্রম জেলার সরকারী স্বাস্থ্য কার্যক্রমকে আরো বেগবান করেছে। শুরু থেকেই পরিষদের স্বাস্থ্য কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমি জড়িত আছি। আমরা সকলেই জানি প্রতিটি উপজেলায় এমন কিছু এলাকা আছে যা দুর্গম পাহাড়ী এলাকা , ফলে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে সরকারী স্বাস্থ্যসেবা সে সকল এলাকায় ঠিকভাবে পৌছানো যায়নি। এ কার্যক্রমের একটি অন্যতম অর্জন হচ্ছে গ্রামভিত্তিক বিবাহিতা নারী স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগদানের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকাকে স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় আনা।এসকল কর্মীদের দীর্ঘ দুইমাসব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রতি ছয়মাস অন্তর রিফ্রেসার প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে দক্ষ

স্বাস্থ্য মাঠকর্মী গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। যার ফলে গ্রামীণ জনগণ রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক স্বাস্থ্য শিক্ষা , সীমিত রোগের চিকিসা সেবা (ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়া) ও সরকারী অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবা সহজে পাচ্ছে। গ্রামভিত্তিক স্বাস্থ্যকর্মীদের তত্ত্বাবধান করার জন্য অত্র পরিষদের রয়েছে একদল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ কর্মীবাহিনী। জেলার স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সকল উপজেলায় এ স্বাস্থ্য কার্যক্রমের প্রসার ঘটানো ও স্থায়ীভাবে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

wkÿvi AMMwZ‡Z LvMovQwo cveZ¨ †Rjv cwil`

LvMovQwo cveZ¨ †Rjv cwil` AÎ ‡Rjvi mKj Rb‡Mwói Ab¨Zg †gŠwjK AwaKvi Ò wkÿvÓ ‡K me‡P‡q †ekx AMwaKvi w`‡q Avm‡Q| we‡kl K‡i Ò cv_wgK wkÿvi AvaybKvqbB wkwÿZ Rb‡Mwó MV‡bi c_g I cavb nwZqvi Ó GB gZ‡K cvavb¨ w`‡q Òmevi Rb¨ gvbm¤§Z wkÿvÓ- GB †kØvMvb‡K mvg‡b †i‡L m¤úb bZb Aw½‡K ,be D‡Ï¨‡g weMZ Rb/2010 †_‡K ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ Gi সহায়তায় cZ¨ÿfv‡e Ò‡gŠwjK wkÿv KgmPx Ó bv‡g cv_wgK wkÿvi AMMwZi GK h‡Mvc‡hvMx avivi mPbv n‡q‡Q| ZviB avivewnKZvq B‡Zvg‡a¨ LvMovQwo cveZ¨ †Rjvi PviwU Dc‡Rjvq (cvbQwo,gwUiv½v,gnvjQwo I jÿxQwo) cvq 100wU cv_wgK we`¨vjq‡K GB cK‡íi AvIZvq Avbv nq| cvbQwo,gwUiv½v,gnvjQwo I jÿxQwo Dc‡Rjvq cKíf³ we`¨vj‡qi msL¨v h_vµ‡g 25wU,25wU,26wU I 24wU| weMZ Qq gv‡m wkÿv KgmPx Kvhµ‡gi D‡jøL‡hvM¨ mvdj¨ LvMovQwo cveZ¨ †Rjv cwil‡`i Dci Avcvgi Rbmvavi‡bi Av¯v A‡bK¸b ewo‡q w`‡q‡Q|

Avgv‡`i AwRZ mvd‡j¨i g‡a¨ i‡q‡Q- (K) PviwU Dc‡Rjvq BDGbwWc-wmGBPwUwWGd Gi mnvqZvq cveZ¨ †Rjv cwil` KZK ‡gvU 48 Rb wkÿK/wkwÿKv wb‡qvM (L) gnvjQwo I cvbQwo Dc‡Rjvq 10wU K‡i †gvU 20wU bZb we`¨vjq wbgvb M) PviwU Dc‡Rjvq †gvU 50 wU we`¨vjq †givgZ/ GK Kÿ m¤úmvib Gi KvR BwZg‡a¨ m¤úb Kiv nBq‡Q|

(N) PviwU Dc‡Rjvq ‡gvU 179 Rb wkÿK/ wkwÿKvi c‡Z¨K‡K RbcwZ 3792/- nv‡i †eZb-fvZv Ges fwel¨‡Z Gi cwiwa Av‡iv ew× Kivi cwiKíbv (0) we`¨vjq¸‡jvi wkLb-‡kLv‡bv Kvhµg‡K djcm Ki‡Z chw³MZ mnvqZv `v‡bi welqwU cwil‡`i mwµq we‡ePbvaxb| (P) cwZwU Dc‡Rjvi 50 Rb K‡i †gvU 200 Rb wkÿK/wkwÿKv †K B‡Zvg‡a¨ †gŠwjK cwkÿb c`vb GgGjB- ¯‹j mg‡ni wkÿK/ wkwÿKv‡`i †gŠwjK cwkÿ‡bi cvkvcwk Ògwë wjs¸‡qj GW‡KkbÓ Dci we‡kl cwkÿb c`vb| (Q) wW‡m¤i/2010 bvMv` wbawiZ Kg cwiKíbvi Ask wn‡m‡e †gŠwjK cwkÿb cvß gwUivsMv I jÿxQwo Dc‡Rjvi wkÿK/wkwÿKv‡`i ÒmÄxebx cwkÿbÓ c`vb|

Avgiv Avkv Kwi, cv_wgK wkÿvi Dbq‡b Avgv‡`i GB c_Pjv Ae¨vnZ _vK‡e Ges AwP‡iB mgM cveZ¨evmx fwel¨r cRb‡K AvaybK I wWwRUvj wkÿv cxwZi mv‡_ h³ Ki‡Z mÿg n‡e|

লেখক: অনুপম চাকমা ও নিখিল চৌধুরী

LvMovQwo †Rjv cwil` †Mvìi Kvc dUej Ubv‡g›U

বিগত ২০/১২/২০১০ তরিখে বিকাল ২.৩০ ঘটিকায় উৎসবমুখর পরিবেশে খাগড়াছড়ি জেলা স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্ট শুভ উদ্বোধন করেন খাগড়াছড়ি জেলার মাননীয় সংসদ সদস্য ও ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরনার্থী পপ্রত্যাবাসনও পুনর্বাসন ্আভ্যসন্তরীন উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) জনাব যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা। বিশেষ অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা ও জেলা প্রশাসক জনাব আনিসুল হক ভুঁইয়া। টুর্নমেন্ট আয়োজনে জেলা পরিষদকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে ইউএনডিপি সিএইচটিডিএফ এবং টুর্নামেন্ট পরিচালনা করছে খাগড়াছড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থা। টুর্নামেন্টে মোট ২৮টি দল অংশগ্রহণ করেছে। প্রথমে রবিন লীগ পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতা হবে, অত:পর ৮টি দল কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে নকআউট পদ্ধতিতে।

‡QvU‡`i †mivKÚ cwZ‡hwMZv 2010

পার্বত্য জেলা পরিষদ এর পৃষ্টপোষকতায় ই্উএনডিপি এর অর্থায়নে অনুষ্ঠিত হলো খাগড়াছড়ি ছোটদের সেরাকন্ঠ প্রতিযোগিতা ২০১০। পার্বত্য অঞ্চলে সংস্কৃতির বিকাশ ও নৃতাত্ত্বিক জনগোস্টির ঐতিহ্য সংরক্ষণে প্রতিভাবান ক্ষুদে শিল্পী খুঁজে বের করে তাদের উৎসাহ দান করাই এ প্রতিযোগিতার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলার তুলনায় খাগড়াছড়ি সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। এ জেলায় অনেক প্রতিভাবান শিল্পী আছেন যারা পাহাড়ের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে । তাদের প্রতিভা ও নিজস্ব সংস্কৃতি আছে বিকশিক করার কোন সুযোগ নেই। তাই আমরা বিশ্বাস করি এই সুযোগ বঞ্চিতদের একটু সুযোগ দিলে হয়ত তারা একদিন খাগড়াছড়ি তথা দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশেও আমাদের দেশের সাংস্কৃতিকে তুলে ধরতে সক্ষম হবে।

প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন হিলসস্টার মি্উজিক্যাল গ্রুপ। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিচারক মন্ডলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জেলা শিল্পকলা একাডেমী ও ক্ষুদ্র নৃগুগোষ্টির সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এর প্রশিক্ষক এবং স্হানীয় বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পীগণ।

প্রতিযোগিদের যোগ্যতা ছিল খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার স্হায়ী বাসিন্দা ও বয়স ৬-১৩ বছরের মধ্যে। দ্বিতীয় রাউন্ডে সর্ব্বোচ্চ ৪০ জন, তৃতীয় রাউন্ডে সর্ব্বোচ্চ ২০জন, চতুর্থ রাউন্ডে ১০জন এবং ৫ম রাউন্ডে ৫ জনকে নির্বাচন করা হয়। ৫ জনের মধ্যে সেরাকন্ঠ ২০১০ নির্বাচিত হয় পায়েল ত্রিপুরা। প্রতিযোগিদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাননীয় সংসদ সদস্য ও টাস্ফোর্স চেয়ারম্যান জনাব যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা। বিশেষ অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা ও জেলা প্রশাসক জনাব আনিসুল হক ভুইয়া।

প্রতিযোগিতা পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করেন পার্বত্য জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসন,পুলিশ প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন ।

cm½ : LvMovQwo cveZ¨ †Rjv cwil‡`i AZxZ Ges eZgvb

‡gv: Avãi ingvb Zid`vi, wbevnx KgKZv, Lvcv‡Rc

(১ম সংখ্যার পর)

বিগত পাঁচ বছরে খাগড়াছড়ি পাবত্য জেলা

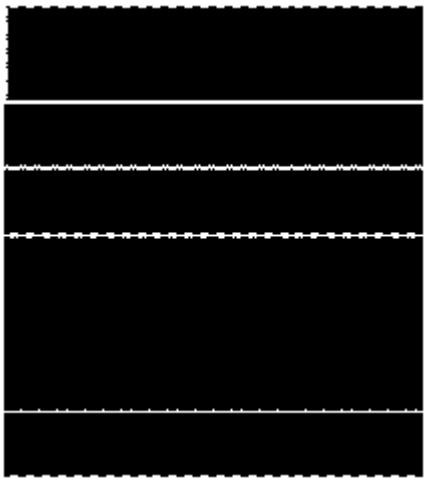

পরিষদের উন্নয়ন কার্যকক্রম নিম্নরুপ:

বর্তমানে বলবৎ আইন অনুসারে ৩৩ টি বিভাগ/ সংস্থা খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে হস্তান্তরের বিধান রয়েছে। ইতোমধ্যে এ

ক্রমিক নং	হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের নাম	হস্তান্তরের তারিখ
১.	বাজার ফান্ড সংস্থা	১০/০৭/৮৯
২.	কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ	০১/০৭/৯০
৩.	স্বাস্থ্য বিভাগ	০১/০৭/৯০
৪.	পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ	০১/০৭/৯০
৫.	প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ	০১/০৭/৯০
৬	মৎস্য বিভাগ	০১/১২/৯১
৭	জেলা প্রাণী সম্পদ দপ্তর	০১/১২/৯১
৮	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)	১৫/১২/৯১
৯	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ	০১/১১/৯২
১০	সমবায় বিভাগ	০১/১১/৯২
১১	জেলা ক্রীড়া দপ্তর	০১/১১/৯২
১২	সমাজসেবা অধিদপ্তর	০১/১১/৯২
১৩	জেলা শিল্পকলা একাডেমী	০১/০৫/৯৩
১৪	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক	০১/০৫/৯৩
১৫	জেলা পাবলিক লাইব্রেরী	০১/০৫/৯৩
১৬	হর্টিকালচার বিভাগ	২২/০৮/০৭

পর্যন্ত ১৬ টি বিভাগ হস্তান্তরিত হয়েছে। অবশিষ্ট বিভাগসমূহের হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে ন্যাস্ত বিভাগসমূহ নিম্নরুপ:

হস্তান্তরিত বিভাগসমুহ পরিচালনার মৌলিক বিষয় :-

- সকল হস্তান্তরিত বিভাগের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে পরিষদের চুক্তি সম্পাদন।
- হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী পরিষদে প্রেষণে নিযুক্ত।
- হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য ভাতা সংশি-ষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিষদের তহবিলে হস্তান্তর।
- হস্তান্তরিত বিভাগের চাহিদা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুকূলে পরিষদ কর্তৃক প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড়করণ।
- পরিষদ কর্তৃক হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ বদলী, শৃখলা ও অন্যান্য প্রশাসনিক বিষয়ে দায়িত্ব পালন।
- পরিষদ কর্তৃক হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ।
- পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অন্যত্র বদলীর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা।
- সরকারী স্বার্থ ও সময়ের প্রয়োজনে হস্তান্তরিত বিভাগের সাথে পরিষদের সম্পাদিত চুক্তির পরিবর্তন সাধন।
- হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন প্রদান।

বাকী অংশ আগামী সংখ্যায়-----

ফটোফিচার

ফুলে ফুলে ভরেছে পরিষদের লন

পরিষদের লনে শীতকালীন সবজিবাগান

খাগড়াছড়িতে শীতকালীন সাজের সুর্যডুবা

gwëcvicvm KwgDwbwU †m›Uvi

ইউএনডিপি এর অর্থায়নে পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি কর্তৃক পরিচালিত সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের অধীনে খাগড়াছড়ি জেলার প্রথাগত নেতৃত্ব হেডম্যানদের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ স্থানীয় জনগণকে বহুবিধ সেবা প্রদানের লক্ষে জন্য মং সার্কেল এর সাথে একটি সমযোতা স্মারক চুক্তি সাক্ষরিত হয়। চুক্তির আওয়াতায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার পানছড়ি, মাটিরাংগা, মানিকছড়ি, রামগড় এবং লক্ষীছড়ি উপজেলায় প্রতিটি ১৭১২৫০০.০০টাকা হিসেবে মোট ৮৫৬২৫০০.০০(পচাশি লক্ষ বাষট্টি হাজার পাচ শত) টাকায় পাঁচটি মাল্টিপারপাস কমিউনিটি সেন্টার নির্মানাধীন রয়েছে। কমিউনিটি সেন্টারসমূহের নির্মান কাজ সম্পন্ন হলে এলাকাবাসী ্উক্ত কমি্উনিটি সেন্টারে বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে। হেডম্যানগণ সুষ্ঠুভাবে তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম পালনসহ জনগণকে্উন্নত সেবা প্রদান করতে পারবে।

ফটো: রিচার্ড লরেন, ম্যানেজমেনন্ট্এডভ্াইজার, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

bZb †emiKvix cv_wgK we`¨vjq wbgvb mnvqZv

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দুর্গম এলাকায় যেসমস্ত শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত সেসকল এলাকায় সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে ইউএনডিপির অর্থায়নে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত" সাপোর্ট টু বেসিক এডুকেশন ইন সি এ্ইচ টি" এর প্রকল্পের আওয়াতায় ২০১০ সালে ২০টি নতুন বিদ্যালয় নির্মান ও ৫১টি বিদ্যালয় পূন:নির্মান/ মেরামত করা হয়েছে।

ফটো: রিচার্ড লরেন, ম্যানেজমেনন্ট এডভাইজার, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

ফটোফিচার: জেলা পরিষদের অর্থায়নে নির্মানাধীন বিভিন্ন অবকাঠামো

মারমা সংসদ ভবন

জুনপহর কমি্উনিটি সেন্টার

বিসিক প্রশিক্ষণ সেন্টার সড়ক উন্নয়ন

KI‡Ki cÖwkÿjv

বিগত জুলাই ২০১০ হতে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ইউএনডিপি সিএইচটিডিএফ এর অর্থায়নে খাগড়াছড়ি সদর,মাটিরাংগা ও মহালছড়ি উপজেলায় কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। মূলত সমন্বিত খামার ব্যবসস্থাপনা ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রাথমিকভাবে ৩০টি কৃষক মাঠ স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটি একটি সম্পূর্ন অনানুষ্ঠানিক শিখন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় কৃষি সম্পদের ওপর ভিত্তি করে সমন্বিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমিয়ে ফলন বাড়ানো । কৃষক মাঠ স্কুল পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট পাড়ার একজন কৃষক মাঠ স্কুল সহায়ক আছেন, যিনি কৃষকদের আলোচনায় সহায়তা করেন,এই কৃষক মাঠ স্কুলে কৃষক ও কৃষানীরা এসে তাদের কৃষি বিষয়ের উপর অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। আলোচনা শেষে কৃষক ও কৃষানীরা একটি অভিন্ন সিদ্ধান্তে আসেন যাতে সেই পদ্ধতিগুলো অনুসরন করে সবাই লাভবান হতে পারে। কৃষকের শিখার ও জানার চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে কৃষক মাঠ স্কুল সহায়ক পাঠ্যক্রম তৈরী করা হয় ,তারপর কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে মৌসুম এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে পর্যায়ক্রমে সেশন পরিচালনা করা হয়।ইতোমধ্যে কৃষক মাঠ স্কুলের সহায়কগন ১মও ২য় ধাপে ২৫দিন মৌসুমভিত্তিক শিক্ষন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে কৃষক মাঠ স্কুল সর্ম্পকে অনেক জ্ঞান লাভ করেছে । তারা কৃষক মাঠ স্কুল গঠন, সদস্য নির্বাচন ,ভিত্তি জরিপ,সম্পদের মানচিত্র তৈরি ,সেশন পরিচালনা ও কৃষকের সম্পদের চাহিদা নিরূপন করে সম্ভাব্য পাঠ্যক্রম তৈরি করাসহ শস্য পঞ্জিকা তৈরির কাজগুলো সম্পন্ন করেছে। উল্লেখযোগ্য সেশনসমূহ হচ্ছে উমে বসা মূরগী পালন ব্যবস্থাপনা, মিষ্টি কুমড়ার হাত পরাগায়ন,ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র তৈরি ,আধুনিক পদ্ধতিতে সবজি চাষ ইত্যাদি। উক্ত অংশগ্রহণ মূলক প্রক্রিয়া এলাকার কৃষকদের মধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছে।

তথ্য: মো: শাহজাহান আলী

30wU wewfb cvov Dbqb KwgwU‡Z Kwl Dbqb Ab`vb weZiY

KIK gwW¯‹j I Kwl Dbqb cKí

সিইচটিডিএফ-ইউএনডিপি এর আর্থিক সহায়তায় এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি কর্তৃক বাস্তবায়িত কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচীর অধীনে প্রতিষ্ঠিত ৩০টি কৃষক মাঠ স্কুলের উন্নয়ন ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২০১০ সালে প্রতিটি এফএফএসকে ২২৬০০০(চাব্বিশ হাজার) টাকা করে সর্বমোট ৬৭৮০০০০(সাতষট্টি লক্ষ আশি হাজার) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়। এর মধ্যে মাটিরাঙ্গা উপজেলায় ১২টি স্কুল, মহালছড়ি উপজেলায় ১০টি এবং খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় ৮টি কৃষক মাঠ স্কুল রয়েছে। উক্ত সহায়তাসমূহ ২ (দুই) ধরনের অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়। যথাঃ-

ক) কৃষক মাঠ স্কুল অনুদানঃ- প্রতিটি কৃষক মাঠ স্কুলের শিখন উপকরণ ও পাঠ পরিচালনার খরচ নির্বাহের জন্য ২৬০০০ টাকা কৃষক মাঠ স্কুল অনুদান প্রদান করা হয়েছে। উক্ত টাকা দিয়ে কৃষক মাঠ স্কুলের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করেছে এবং বিভিন্ন শিখন পাঠ পরিচালনার সময় খরচ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে প্রতিটি কৃষক মাঠ স্কুল (এফএফএস) উক্ত টাকা দিয়ে বছরে মোট ৪৮টি সেশন পরিচালনা করবে।

খ) কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি)ঃ এ অনুদানের অধীনে প্রতিটি পিডিসিতে ২০০০০০ টাকা করে ৩০টি পিডিসিকে মোট ৬০০০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এ অনুদান দিয়ে পিডিসি তাদের এলাকার উপযোগী ৬১ টি বিভিন্ন কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। যেমনঃ গরু পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, দেশী মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, আদা হলুদ চাষ, কলা চাষ, গোল আলু চাষ, জুম চাষ ইত্যাদি রয়েছে।

উল্লেখ্য যে উক্ত অনুদানের টাকাসমূহ সংশ্লিষ্ট পাড়া উন্নয়ন কমিটির পিডিসির ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়েছে এবং হিসাব নিকাশ ও ব্যবস্থাপনা পিডিসির হিসাব ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী সম্পাদিত হচ্ছে। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কারিগরি ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করছে এবং কাজের অগ্রগতি ও মান নিশ্চিতকরনের জন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছে।

তথ্যঃ নয়ন জ্যোতি চাকমা, গ্র্যান্ট ম্যানেজমেনন্ট অফিসার

ফটোফিচার: ইউপি চেয়ারম্যান ও হেডম্যানদের আসবাবপত্র বিতরনী অনুষ্ঠান

প্রকাশনায়:

LvMovQwo cveZ¨ ‡Rjv cwil`

LvMovQwo cveZ¨ ‡Rjv

ফোন: +৮৮-০৩৭১-৬১৯৩৬, ৬২৫৪৪,
ফ্যাক্স: +৮৮-০৩৭১-৬১৮৭৮
ইমেইল:khdcbd@gmail.com

ওয়েবসাইট:
www.khdcbd.org

Dc‡Rjv ‡cvdvBj-1: cvbQwo Dc‡Rjv

তথ্য সংগ্রহ: প্রিয় কুমার চাকমা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, খাপাজেপ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার উত্তর সীমানায় পানছড়ি উপজেলা অবস্থিত এবং জেলাসদর থেকে দুরত্ব ২৫ কিলোমিটার। বিগত ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পানছড়ি থানা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ২৩০.১২' ও ২৩.২৮' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১.৫০' ও ৯২.০০' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তী স্থানে এ উপজেলার অবস্থান। উপজেলার আয়তন প্রায় ৩৩৪.১১ বর্গকিলোমিটার। সেখানে রয়েছে ৪টি ইউনিয়ন-যথা: লৌগাং, চেংগী, পানছড়ি ও লতিবান এবং ৭টি মৌজা।পানছড়ি বাজার ও লৌগাং বাজার উপজেলার প্রধান বানিজ্যিক কেন্দ্র। উপজেলার মোট লোকসংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার।তম্মধ্যে নারী পুরুষের অনুপাত ৪৮:৫২। এলাকায় শিক্ষার হার ১৫%। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কলেজ ১টি, মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬টি, মাদ্রাসা ৫টি, প্রাথমিক বিদ্যালয়–টি ও হাসপাতাল ১টি। বর্তমান উপজেলা চেয়ারম্যানের নাম জনাব সর্বোত্তম চাকমা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নাম জনাব মো: আবদুল কাদের শেখ। উল্লেখযোগ্য দর্শণীয় স্থানসমূহের মধ্যে শান্তিপুর অরণ্যকুঠির ও ঐতিহাসিক দুধুকছড়া অন্যতম। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রচলিত উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি ইউএনডিপি এর সহায়তায় সেখানে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচী এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এসকল কর্মসূচী বিপুল সম্ভাবনাময় যা অত্র উপজেলার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মাও শিশুর জীবন রক্ষায় জেলা পরিষদের কমিউনিটি হেল্থ সর্ভিসেস ওয়ার্কাররা অবদান রাখছে

২৪ বছর বয়সী মিসেস স্বর্গ দেবী চাকমা, মনো কুমার চাকমার স্ত্রী,তিনি দুল্যাতলী ইউনিয়নের বামে বানর কাটা গ্রামের লক্ষীছড়ি উপজেলার বাসিন্দা। একদিকে সে দরিদ্র ঘরের বউ অন্যদিকে দূর পাহাড়ী এলাকায় বসবাস করে। ২০০৯ এর ২৪সেপ্টেম্বর তারিখে রাত ১০ টার দিকে সে ডেলিভারীর ব্যাথা অনুভব করে। তার নিকট আত্মীয় প্রতিবেশী গ্রাম থেকে ধাত্রী আনে ঘরে সন্তান প্রসব করানোর জন্য। ধাত্রী স্বাভাবিক ডেলিভারীর জন্য এক ঘন্টারও বেশী চেষ্টা করল কিন্তু ব্যর্থ হওয়ায় জটিলতা দেখা দিল। অবস্থার অবনতি বুঝে ভগবানের নাম স্মরন করে তারা শেষ বার চেষ্টা করল।

মিজ রানী চাকমা, নতুন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জেলা পরিষদের কমিউনিটি হেল্থ সর্ভিস ওয়ার্কার সেখানে উপস্থিত হলেন কি ঘটছে তা দেখার জন্য। প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে মিজ রানী রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এই অবস্থায় তারা হতবুদ্ধি হলেন এবং রানির পরামর্শ গ্রহণের কোন উপায় খুঁজে

পেলেন না যেহেতু তাদের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ ছিল না। । উর্ধ্বতন কর্মকতার পরামর্শ গ্রহণ করে স্বাস্থ্যকর্মী তাদেরকে কিছু টাকাও দিয়ে দিল জরুরী মুহুর্তের জন্য। তারপর সে আনুমানিক সকাল ১২টার দিকে রোগীকে হাসপাতালে নিতে সাহায্য করল। যেহেতু এটি জটিল ডেলিভারী ছিল,তাই লক্ষীছড়ি উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তার তাদেরকে মানিকছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। তারপর রোগিকে আনুমানিক বিকাল ৪টায় মানিকছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু পরদিন সেপ্টেম্বরের ২৫ তারিখ সকালে আবাসিক মেডিকেল অফিসার তাকে আবার খাগড়াছড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যেতে পরামর্শ দেন। তারা খাগড়াছড়ি সদর আধুনিক হাসপাতালে পৌছাঁল রাত ৯টায় এবং ডাক্তার সফলভাবে অপারেশন করেন রাত ১২ টায় । মিসেস স্বর্গ দেবী চাকমা একটি কন্যা সন্তান জন্ম দিল এবং হাসপাতালে ৭ দিন থাকার পর সুস্থভাবে বাড়ী ফিরল।

তাকে সিএইচটিডিএফ থেকে ৬০০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল । এটি তার দ্বিতীয় কন্যা সন্তান ছিল। এখন মা এবং সন্তান উভয়ই সুস্থ আছে।স্বর্গ দেবী ও তার পরিবার এখনো কৃতজ্ঞতাচিত্তে স্মরণ করেন জেলা পরিষদের কমিউনিটি হেল্থ সর্ভিস ওয়ার্কার মিজ রানীর উপকারের কথা।

তথ্য: সুশান্ত চাকমা,এইচএমআইএস অফিসার